أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 84) www.motaher21.net

وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

" আদেশ শোনার পর তা অমান্য কর না। "

" Don't disobey Allah and his Apostle."

সুরা: আল-আনফাল

আয়াত নং :- ২৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْۚ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ وَ اَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন রসূল তোমাদের এমন জিনিসের দিকে ডাকেন যা জীবন দান করবে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মানুষ ও তার দিলের মাঝখানে আড়াল হয়ে আছেন এবং তোমাদের তাঁর দিকেই সমবেত করা হবে।

২৪ নং আয়াতের তাফসীরঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

(এক) একটি অর্থ হতে পারে যে, যখনই কোন সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেলঃ এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনীমত জ্ঞান কর। কারণ, যে

কোন সময় মানুষের রোগশোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোন কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে, যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, এ কথা কারোরই জানা নেই যে, কাল কি হবে। পরবর্তীতে ভাল কাজ করতে চাইলে সক্ষম নাও হতে পার। [সা'দী]

(দুই) এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মানুষ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোন বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারো ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়। সে কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দোআ

করতেন

(يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْب ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ)

অর্থাৎ ' হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন' [তিরমিযীঃ ২১৪১] [ইবন কাসীর]

(তিন) ইবনে অববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ আল্লাহ কাফেরের ঈমান ও মুমিনের কুফরীর মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। [মুসানদে আহমাদ ৩/১১২] [ইবন কাসীর]

(চার) কেউ কেউ বলেনঃ আয়াতটি যেহেতু বদর যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু তার অর্থ হবে- জেনে রাখ, আল্লাহ তার নেক বান্দাদের ভাগ্যকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করেন। আর কাফেরদের প্রশান্ত অন্তরে অশান্তি ও ভয়ে পরিবর্তন করে দেবেন। আবার তিনি ইচ্ছে করলে মুসলিমদের নিরাপদ অবস্থাকে ভীত অবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারেন। [ফাতহুল কাদীর]

মানুষের মুনাফেকী আচরণ থেকে বাঁচবার জন্য সবচেয়ে প্রভাবশালী পদ্ধতি যেটি হতে পারে, তা হলো তার মনে দুটো বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেয়া। এক, যাবতীয় কর্মকাণ্ড সেই আল্লাহর সাথে জড়িত যিনি মনের অবস্থাও জানেন। মানুষ তার মনে মনে যে সংকল্প পোষণ করে এবং মনের মধ্যে যেসব ইচ্ছা, আশা, আকাংখা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও চিন্তা-ভাবনা লুকিয়ে রাখে, তার যাবতীয় গোপন তথ্য তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। দুই,

একদিন আল্লাহর সামনে যেতেই হবে। তাঁর হাত থেকে বের হয়ে কেউ কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। এ দু'টি বিশ্বাস যত বেশী শক্তিশালী ও পাকাপোক্ত হবে, ততই মানুষ মুনাফেকী আচরণ থেকে দূরে থাকবে। এ জন্য মুনাফেকী আচরণের বিরুদ্ধে উপদেশ দান প্রসঙ্গে কুরআন এ বিশ্বাস দু'টির উল্লেখ করেছে বারবার।

لِمَا يُحْيِيكُم এর অর্থঃ এমন বস্তুর দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে জিহাদ বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিজয়ীর জীবন। আবার কেউ কুরআনের আদেশ-নিষেধ, শরীয়তের বিধান অর্থ নিয়েছেন, এর মধ্যে জিহাদও রয়েছে। সারকথা হল যে, কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মানো, তার উপর আমল কর। এতেই রয়েছে তোমাদের জীবন।

অর্থ মৃত্যুদান করে, যার স্বাদ সকলকেই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, তোমাদের মৃত্যু আসার পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে নিয়ে তার উপর আমল কর। কেউ কেউ বলেন, মহান আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের এত নিকটে যে, তারই উপমা এখানে দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ তিনি মানুষের মনের গোপন কথাও জানেন, তাঁর কাছে কোন জিনিসই লুক্কায়িত নয়। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এর অর্থ বলেছেন যে, তিনি যখন চান মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। এমনকি মানুষ তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই পেতে পারে না। আবার কেউ কেউ একে বদরের যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত বলেছেন; মুসলিমগণ শত্রুদের সংখ্যাধিক্যে ভীত ছিলেন, মহান আল্লাহ তাঁদের অন্তরে অন্তরায় হয়ে ভয়কে অভয়ে বদলে দেন। ইমাম শাওকানী বলেন, আয়াতের উক্ত সকল অর্থই হতে পারে। (ফাতহুল কাদীর) ইমাম ইবনে জারীরের বর্ণিত অর্থের সমর্থন ঐ সকল হাদীস দ্বারা হয়, যাতে দ্বীনের উপর অবিচল থাকার দু'আ করতে তাকীদ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীসে নবী (সাঃ) বলেছেন, "আদম সন্তানের অন্তরসমূহ একটি অন্তরের ন্যায় রহমানের (আল্লাহর) দুই আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি যেভাবে চান তা ঘুরিয়ে থাকেন। তারপর তিনি এই দু'আ পাঠ করেন। হে অন্তর ফিরানোর মালিক! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও।" (মুসলিমঃ তকদীর অধ্যায়) অন্য বর্ণনায় আছে, "হে হৃদয় পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনে অবিচল রাখ।" (তিরমিযী, তাকদীর পরিচ্ছেদ)

ঈমানদারদেরকে আহ্বান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন: তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের ডাকে আনুগত্যের মাধ্যমে সাড়া দাও। এতে তোমাদের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ রয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন: اسْتَجِيبُوا এর অর্থ হল: সাড়া দাও। আর

لِمَا يُحْيِيكُمْ

যাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। (সূরা আনফাল তাফসীর, সহীহ বুখারী)

আবূ সাঈদ ইবনু মু'আল্লা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সালাতরত ছিলাম, এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার পাশ দিয়ে গেলেন এবং আমাকে ডাকলেন। সালাত শেষ না করা পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে যাইনি, তারপর গেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে আসতে বাধা দিল কিসে? আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি "হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও" হাদীসের শেষ পর্যন্ত। (সহীহ বুখারী হা: ৪৬৪৭, ৪৪৭৪)

(أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِه)

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধক হয়ে থাকেন' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তনকারী এমনকি একজন মানুষের ও তার অন্তর যা চায় তার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম। (তাফসীর মুয়াসসার, ১৭৯)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: আল্লাহ তা'আলা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেন মু'মিন ও কুফরীর মাঝে এবং কাফির ও ঈমানের মাঝে। (মুসতাদরাক হাকিম ২য় খ. পৃঃ ৩২৮)

তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'আ করতেন:

يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰي دِينِكَ

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আমার অন্তরকে তোমার দীনের ওপর অটল রাখিও।

আয়িশাহ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি বেশি বেশি এ দু'আ কেন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাবে বললেন: আদম সন্তানের অন্তরসমূহ আল্লাহ তা'আলার দু' আঙ্গুলের মাঝে বিদ্যমান; ইচ্ছা করলে সেগুলোকে তিনি বক্র করে দেন আর ইচ্ছা করলে সঠিকের ওপর বহাল রাখেন। (মুসনাদ আহমাদ ৬ষ্ঠ খ. পৃঃ ৯১, তিরমিযী হা: ৩৫২২, হাসান)

এ অংশ দ্বারা অনেকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার অবস্থান মু'মিন বান্দার অন্তরে। এ মর্মে তারা একটি বানোয়াট হাদীসও বর্ণনা করে বলেন: মু'মিনের অন্তর আল্লাহ তা'আলার আরশ। তাদের এরূপ

ধারণা অমূলক, বরং আল্লাহ তা'আলা স্বসত্তায় আরশের ওপর আছেন, আর আল্লাহ তা'আলার আরশ সাত আকাশের উপরে। এ সম্পর্কে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً

'তোমরা এমন ফেতনাকে ভয় কর' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐ ফেতনাকে ভয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন যা সৎ ও অসৎ, জালেম ও ন্যায় ব্যক্তিসহ সকলকে পাকড়াও করবে। এ ফেতনা হল আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য ছেড়ে দেয়া এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থেকে বিরত থাকা। এসব কাজ না করলে সকলকে ফেতনা গ্রাস করবে। (আয়সারুত তাফাসীর, ২য় খ. পৃঃ ১৩১)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিদের খারাপ আমলের কারণে সকলকে শাস্তি দেবেন না। যতক্ষণ না মানুষ তোমাদের মাঝে খারাপ কাজ দেখে। এ খারাপ কাজে বাধা দিতে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও বাধা না দিলে সকলকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেবেন। (মুসনাদ আহমাদ: ১/১৯২, সহীহ) যয়নাব (রাঃ) বলেন: নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাদের মাঝে সৎ লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, যখন খারাপ কাজ বৃদ্ধি পাবে। (সহীহ বুখারী হা: ৩৩৪৬)

তারপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সে সময়ের কথা যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে তোমাদেরকে জমিনে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল। ইচ্ছা করলে মানুষ তোমাদেরকে ছুঁ মেরে নিতে পারত। তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তোমাদেরকে পবিত্র বস্তু রিযিকস্বরূপ দিয়েছেন যাতে তোমরা তাঁর শুকরিয়া কর।

অতএব প্রতিটি মু'মিনের ঈমানী দায়িত্ব হল: যথাসম্ভব সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা ও অসৎ কাজে বাধা দেয়া এবং আল্লাহ ও রাসূলের একচ্ছত্র আনুগত্য করা।

☆ আলোচ্য আয়াতে একটি বিষয় লক্ষনীয়- প্রথমে বলা হয়েছে আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) ডাকে সাড়া দাও। পরবর্তীতে এড়াকবচনে শুধু রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে ডাকেন বলা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) যা কিছু বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাঁর ইচ্ছাকে সর্বতোভাবে আল্লাহর উপর সোপর্দ করেন। অতঃপর আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে জীবন ও কাজের মাধ্যমে রাসূল (সঃ) এর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য। কারণ এটাই আমাদেরকে প্রকৃত জীবনের সন্ধান দেয়। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে এতে আমাদের বৈষয়িক জীবনের ও সম্পদের ক্ষয় ক্ষতি মনে হতে পারে।

যদি আমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া না দেই তবে ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে যায় না। আল্লাহ অবশ্যই আমাদের থেকে এর হিসেব নেবেন। সাড়া দিতে অস্বীকৃতি আমাদের কোন বৈষয়িক স্বার্থ আল্লাহর জন্য বিসর্জন দিতে অপারগতার জন্যই

হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ডাকে সাড়া না দিয়ে আমরা কি আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি? কখনো না। কারণ আমাদের ইচ্ছাই যথেষ্ট নয় আল্লাহর অনুমোদন প্রয়োজন। যদিও আমাদের পরিকল্পনা অন্য কেহ না জানুক কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই জানেন। পরিশেষে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে।

এই আয়াতটি মূলত আমাদেরকে মুনাফেকী আচরণ থেকে বিরত রাখে। কারণ আলোচ্য আয়াত দুটি বিষয় আমাদেরকে সুস্পষ্ট করে দেয়- (১) সমস্ত ব্যাপারে কর্তৃত্ব সেই আল্লাহর হস্তে নিবদ্ধ যিনি সকলের মনের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন। যিনি সকল গোপন তথ্য ও তত্ব এমনভাবে জানেন যে, ব্যক্তির নিজের মনে যেসব ইচ্ছা বাসনা, যে লালসা কামনা, যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং যেসব চিন্তা বিশ্বাস লুকায়িত রয়েছে তা সবই তাঁর নিকট সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত। (২) শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে। তাঁর নিকট না যেয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এই দুইটি বিষয় যখন আমাদের মনে বদ্ধমূল হবে তখন মুনাফেকী আমাদের মনে কিছুতেই ঠাঁই পেতে পারেনা। যার অন্তরে এই বিশ্বাস যত দৃঢ়মূল হবে মুনাফেকী তার থেকে ততই বিদুরীত হবে, পালিয়ে যাবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মানুষ যে প্রান্তেই থাকুক না কেন আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ডাকে সাড়া দেয়া আবশ্যক। সাড়া দেয়ার অর্থ হল তাদের আনুগত্য করা।

২. আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

৩. يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰي دِينِكَ

এ দু'আটি বেশি বেশি পড়া উচিত।

৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা না দিলে ফেতনা আমাদেরকে গ্রাস করবে, তখন দু'আ করেও কোন কাজে আসবে না।

৫. নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

ওহে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য কর না।

২০ নং আয়াতের তাফসীরঃ

মুসলিমগণ (তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্বেও) শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এ সাহায্য আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর"। এবং তাতে স্থির থাক। কারণ, তোমরা আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ, অসীয়ত, নসীহত সবই শুনতে পাচ্ছ। সুতরাং কুরআন ও সত্যবাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য-বিমুখ হয়ো না। বিমুখ হলে বর্তমান অবস্থা থেকে তোমাদেরকে নিকৃষ্ট অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে। [সা'দী]

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর ঐ সব জাতির মত হতে নিষেধ করেছেন যারা শুনেও শুনে না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: যারা সত্য শুনে না এবং সত্য প্রকাশও করে না তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ)

“আর যারা কুফরী করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় যাদেরকে কেউ আহ্বান করলে শুধু চিৎকার ও শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনে না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ। কাজেই তারা বুঝতে পারে না।” (সূরা বাক্বারাহ ২:১৭১)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ز صلے لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط أُولٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ط أُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ)

“আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না, এবং তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা শ্রবণ করে না, তারা পশুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।” (সূরা আ‘রাফ ৭:১৭৯) এ আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: তারা হচ্ছে বানী আবুদ দাররর গোষ্ঠীর একটি দল। (সহীহ বুখারী হা: ৪৬৪৬) তবে এরূপ আচরণ যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তাদের সকলের জন্য তা প্রযোজ্য।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা অবগত করেন: তাদের সঠিক বুঝ নেই এবং সঠিকটা বুঝার ইচ্ছাও নেই। যদি থাকত তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে হিদায়াতের জন্য কুরআনের বাণী শুনাতেন।

সুতরাং সদা-সর্বদা আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে, আনুগত্যের নামে প্রহসন করা যাবে না।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলের আনুগত্য করা ফরয।

২. কাফির মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য রাখা হারাম।

৩. কিছু মানুষ রয়েছে তারা চতুষ্পদ জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন যোদ্ধা-বাহিনীরূপে কাফিরদের সম্মুখীন হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না।

১৫ নং আয়াতের তাফসীর:

زحفا এর অর্থ হল এক অন্যের সম্মুখীন হওয়া। অর্থাৎ, মুসলিম ও কাফের যখন এক অপরের সম্মুখীন হবে, তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার অনুমতি নেই। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, إجتنبوا السبع الموبقات সাতটি ধ্বংসকারী পাপ হতে বাঁচ, এই সাতটির মধ্যে একটি হল التولى يوم الزحف শত্রু সম্মুখীন অবস্থায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা (পলায়ন করা)। (বুখারীঃ কিতাবুল অসা-ইয়া, মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়)

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যেমন ফযীলতপূর্ণ কাজ এবং দুনিয়াতে প্রচুর গনীমত লাভ করা যায় আর শহীদ হলে পরকালে জান্নাত পাওয়া যায়। তেমনি নেতার নির্দেশ অমান্য করে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা বড় পাপের কাজ।

زَحْفًا অর্থ الدُنُوُّ قَلِيْلًا قَلِيْلًا

অল্প অল্প করে নিকটবর্তী হওয়া। অর্থাৎ যখন অল্প অল্প করে শত্রুদের নিকটে চলে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যাবে, তখন বিভক্ত হয়ে যাবে না এবং সাথীদেরকে ছেড়ে চলে আসবে না। এতে তোমাদের শক্তি কমে যাবে এবং শত্রুরা সহজেই তোমাদেরকে পরাস্ত করে ফেলবে। আর পরকালের কঠিন ধমকের কথা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।

(إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلٰى فِئَةٍ)

'যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান নেয়া' এখানে আল্লাহ তা'আলা খুব কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন যে, দু'টি কারণ ছাড়া কোনক্রমেই যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা যাবে না। তাহল: ১. যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করা। অর্থাৎ ডানদিকের সেনাদেরকে বামদিকে বা বামদিকের সেনাদেরকে ডানদিকে অথবা পিছনের সেনাদের সামনে বা বিপরীত ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করা। যেমন খালিদ বিন ওয়ালিদ মুতার যুদ্ধে অবলম্বন করেছিলেন। ২. মুসলিমদের একদল থেকে অন্য দলে মিলিত হবে এবং তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য

সংখ্যার সাথে প্রতিপক্ষের কোন তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা যাবেনা। বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশর কিছু অধিক জনকে মোকাবেলা করতে হয়েছে তিনগুণ অর্থাৎ এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। পরবর্তীতে অবশ্য এ হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আনফালের ৬৫ ও ৬৬ নং আয়াত নাযিল হয়। ৬৫ নং আয়াতে বিশ জন মুসিলম দু'শত কাফিরের বিরুদ্ধে এবং একশত মুসলিম এক হাজার কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। তারপর ৬৬ নং আয়াতে তা আরো শিথিল কারার জন্য এ বিধান অবতীর্ণ হয়

(اَلْئٰنَ خَفَّفَ عَلَيْكُمْ)।

এতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় মুসলিমদেরই জয়ী হবার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা যাবেনা। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েয রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবেলা থেকে পালিয়ে যায়, তা পলায়ন নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি দু'জনের মোকাবেলা থেকে পালায় সে পলাতক বলে গণ্য হবে।

তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: তোমরা শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করো না। তবে যদি মুখোমুখি হয়েই যাও তাহলে ধৈর্য ধারণ করবে, পিছপা হবে না। (সহীহ বুখারী হা: ৩০২৬)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস হতে বেঁচে থাক। তার মধ্যে অন্যতম একটি হল যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। (সহীহ বুখারী হা: ২৭৬৬, সহীহ মুসলিম হা: ৪৯)

তবে একটি হাদীসে এসেছে নাবী (সাঃ) বলেছেন:

(مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ)

যে ব্যক্তি বলবে, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর দিকে ফিরে আসছি- আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে। (তিরমিযী হা: ৩৫৭৭, আবূ দাঊদ হা: ১৫১৭, সহীহ)

সুতরাং জিহাদ করা যেমন ফযীলতের কাজ তেমনি জিহাদ করতে গিয়ে পলায়ন করা বড় ধরণের গুনাহর কাজ। তাই শুধু জিহাদ করার আকাঙ্ক্ষা করলেই হবে না, বরং জিহাদ করতে গিয়ে যে সকল বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হবে তা সহ্য করার মত ধৈর্য ধারণ করার মন-মানসিকতাও তৈরি করতে হবে।

☆ আলোচ্য আয়াতে এবং এর পরবর্তী আয়াতে যুদ্ধের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। অত্র আয়াতে 'জাহফান' শব্দ দ্বারা পরিকল্পিত প্রস্তুতি নিয়ে দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা করা বুঝায়। যখন পরস্পর মুখোমুখি হবে তখন পলায়ন করার অনুমতি নেই। হয় বিজয় অথবা মৃত্যু তথা শাহাদাৎ। রাসূল করীম (সঃ) বলেছেন- তিনটি গুনাহ এমন সাংঘাতিক যে, তা করলে কোন নেক কাজই কোন ফায়দা দিতে পারেনা। (১) শিরক (২) পিতা-মাতার হক নষ্ট করা ও (৩) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। এটা শুধুমাত্র কাপুরুষোচিত এবং গুনাহের কাজই নয় বরং এক ব্যক্তির পলায়ন একটি বাহিনীর মধ্যে এবং একটি বাহিনীর পলায়ন সমগ্র বাহিনীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির কারণ হতে পারে। ফলে গোটা বাহিনী, দেশ ও জাতির চরম পরাজয় নেমে আসতে পারে।

পরবর্তী আয়াতে দুটি ক্ষেত্রে পশ্চাদাপসরণ এর অনুমতি রয়েছে পলায়নের নয়। (১) কিছুটা পিছু হটে পুনরায় শক্তিশালী আক্রমণ করার জন্য অথবা শত্রু পক্ষকে ধোকা দেয়ার জন্য বা বোকা বানানোর জন্য। (২) এক বা কতক সৈন্য মূল বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেলে তাদের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য।

মূল কথা প্রত্যেকেই নিজের জীবন ও সম্পদকে সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য নিয়োগ করতে হবে। এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবেনা যাতে নিজ বাহিনীর মধ্যে ভয়, ভীতি বা ত্রাসের সৃষ্টি হয়। বরং সর্বাবস্থায় জান কুরবান করে হলেও বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. শত্রুদের মোকাবেলা করার আকাঙ্ক্ষা করা নিষেধ।

২. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

৩. দু'টি কারণে যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান পরিবর্তন করা যায়।